কক্সবাজারে অবৈধ বিচ দখল ও চাঁদাবাজি: টুরিস্ট পুলিশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

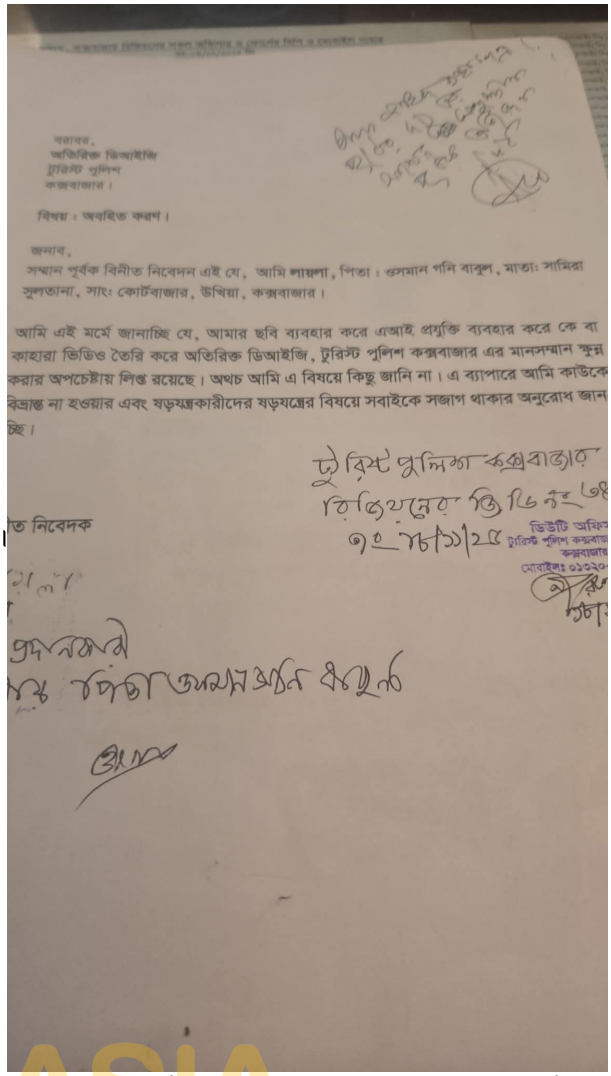


ডিআইজি আপেল মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে অবৈধ দখল ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে চলমান অভিযানের প্রেক্ষাপটে টুরিস্ট পুলিশ একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনকে ‘ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে দাবি করেছে। প্রতিবেদনে কক্সবাজার রিজিয়নের অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদের বিরুদ্ধে পর্যটন অবকাঠামো ভাড়া দিয়ে মাসে কোটি টাকা বাণিজ্যের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ বলেন, প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বা নথি উপস্থাপন করা হয়নি এবং তার বক্তব্য নেওয়া হয়নি। তিনি এটিকে একপাক্ষিক ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা বলছেন।

টুরিস্ট পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি সৈকত এলাকায় অবৈধ দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদসহ চাঁদাবাজি প্রতিরোধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। কিছু প্রভাবশালী মহল এই



বরাবর,
অতিরিক্ত ডিআইজি
টুরিস্ট পুলিশ
কক্সবাজার।

বিষয়ঃ অবহিত করণ।

জনাব,
সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি লায়লা, পিতা : ওসমান গনি বাবুল, মাতাঃ সামিরা সুলতানা, সাংঃ কোর্টবাজার, উখিয়া, কক্সবাজার।

আমি এই মর্মে জানাচ্ছি যে, আমার ছবি ব্যবহার করে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কে বা কাহারা ভিডিও তৈরি করে অতিরিক্ত ডিআইজি, টুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার এর মানসম্মান ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। অথচ আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। এ ব্যাপারে আমি কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ত নিবেদক

অভিযানকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে।

কক্সবাজার দেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় টুরিস্ট পুলিশ নিয়মিত টহল, নজরদারি ও বিশেষ অভিযান চালিয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। সৈকতের নির্দিষ্ট অংশ দীর্ঘদিন ধরে দখল ও অবৈধ ব্যবসায় যুক্ত ছিল, সাম্প্রতিক অভিযানে কয়েকজনকে নজরদারিতে আনা হয়েছে।

টুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার রিজিয়ন জানিয়েছে, সৈকত দখলমুক্ত ও পর্যটনবান্ধব রাখতে অভিযান চলবে এবং অভিযোগের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

lensasia.net

https://lensasia.net/jateey/news/view/কক্সবাজারে-অবৈধ-বিচ-দখল-ও-চাঁদাবাজি-টুরিস্ট-পুলিশের-বিরুদ্ধে-অপপ্রচার